তারিখ 06 DEC 1989
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

দৈনিক খবর 113

নতুন কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্যে নয়া নিয়ম-নীতি, বিধি-নিষেধ

।। সাহেদ হোসেন চৌধুরী ।।

সরকার নতুন কলেজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নয়া নিয়ম-নীতি প্রবর্তন ও বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে। এদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সরকারী বিধি-নিষেধ সম্বলিত নতুন নিয়ম-নীতি অবিলম্বে কার্যকর করার জন্যে দেশের সব ক'টি শিক্ষা বোর্ডকে চূড়ান্ত নির্দেশ দিয়েছে।

সূত্র জানায়, সরকারী অনুদান এবং স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কলেজগুলোতে শিক্ষার মান তেমন একটা বিকশিত হচ্ছে না। বরং প্রয়োজনের অতিরিক্ত নতুন কলেজ গড়ে তোলার প্রবণতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে সরকারী অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রে রাজস্ব বাজেটের উপর মারাত্মক বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে।

জানা গেছে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত কলেজ প্রতিষ্ঠা করার প্রবণতা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ইতিমধ্যে দেশের চারটি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডকে তার নির্দেশ কার্যকর করা এবং এ সম্পর্কিত সরকারী নিয়ম-নীতি জানিয়ে বলেছে, এই পরিস্থিতিতে নতুন কলেজের স্বীকৃতি প্রদানসহ স্বীকৃত নবায়নের নীতিমালা নতুন করে প্রণয়নের দরকার। উল্লেখ্য, শিক্ষার

৭-এর পাতায় দেখুন

নতুন কলেজ প্রতিষ্ঠার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রকৃত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার দেশের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কলেজগুলোকে উল্লেখযোগ্য হারে অনুদান ও বেতন প্রদান করে। সরকারী অনুদান এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার আশায় দেশে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে বলে সূত্রটির অভিযোগ।

নুতন কলেজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সরকার আরোপিত নীতিমালার মধ্যে রয়েছে নতুন করে গড়ে উঠা কলেজের সংরক্ষিত তহবিলে প্রতিরক্ষা সঞ্চয়পত্র ক্রয়ের মাধ্যমে ৫০ হাজার ও সাধারণ তহবিলে ৩০ হাজার টাকা থাকতে হবে। তা ছাড়া স্বীকৃতি প্রাপ্ত কোন কলেজের আট কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে নতুন কলেজ প্রতিষ্ঠা করা যাবে না।

ব্যক্তির নামে নতুন কলেজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ১৫ লাখ টাকা ব্যক্তিগত অনুদান হিসেবে প্রদান করতে হবে। কলেজের লাইব্রেরীতে কম করে হলেও ২০ হাজার টাকার বই-পুস্তক থাকতে হবে। সেই সাথে কলেজের পরিচালনা পরিষদকে তিন টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হলে কলেজের জন্য সরকারের কাছে শিক্ষকদের কল্যাণ ভাতার টাকাসহ কোন ধরনের সরকারী অনুদান না নেয়ার শর্ত লিখিতভাবে দিতে হবে।

উপরন্তু প্রতি বছর ছাত্রদের বেতনসহ কলেজের অন্যান্য আয় ২ লাখ টাকা দেখাতে হবে। তা ছাড়াও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের কলেজগুলোতে বাংলা এবং ইংরেজী বিষয়ে দু'জন করে এম এ শ্রেণীতে কমপক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণী প্রাপ্ত প্রভাষক থাকতে হবে।